তারিখ 7 JUL 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৬৫ বছরে রাবি

শিক্ষার মানোন্নয়নের অঙ্গীকার শিক্ষক গবেষকদের

■ রাবি প্রতিনিধি

উত্তরবঙ্গে উচ্চশিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ৬৫ বছরে পদার্পণ করেছে ১৯৫৩ সালের ৬ জুলাই প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টি। জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠানে শিক্ষক-গবেষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের অঙ্গীকার করেছেন।

সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠান। এরপর শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে বের হয় বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শোভাযাত্রাটি সিনেট ভবনের সামনে শেষ হয়। পরে সেখানে বৃক্ষরোপণ করা হয়। এরপর, বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত হয় সিনেট ভবনে আলোচনা সভা।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমান খান বলেন, আমরা এখন শুধু দেশের ভেতর নয়, বহির্বিশ্বের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছি। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাইকে চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। এখন আমাদের ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৬

শিক্ষার মানোন্নয়নের

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ শিক্ষার মানোন্নয়ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুস সোবহানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আলোচক ছিলেন রাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এবং ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. রকীব আহমদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক মিজানুর রহমান।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, ৬৪ বছর ধরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও প্রসারের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও সমাজকে আলোকিত করা ছাড়াও জাতির উন্নয়নে গৌরবময় ভূমিকা পালন করছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণঅভ্যুত্থানসহ জাতির বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠন এখন একান্ত আবশ্যক। এই চ্যালেঞ্জ পূরণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করে যাচ্ছে। অঙ্গীকার রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের।

অনুষ্ঠানে অনুষদ অধিকর্তা, বিভাগীয় সভাপতি, হল প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।